গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট
আইসিটি সেল
www.sylhetdiv.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৬.০০০০.০১১.৩৬.০০১.২৪.১১১

তারিখ: ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
০undefined undefined
undefinedundefinedundefinedund

বিষয়: **বিভাগীয় পর্যায়ে ইনোভেশন শোকেসিং আয়োজন ও উদ্ভাবন বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধ প্রেরণ।**

সূত্র: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, সিপিএ-৩ শাখার ১৯ মার্চ, ২০২৪ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৯৭.০৫.০০১.২৩.৪৫ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বিভাগীয় পর্যায়ে ইনোভেশন শোকেসিং ০৯ ও ১০ মে, ২০২৪ তারিখ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত ইনোভেশন শোকেসিং এ নিম্নোক্ত ০৫ (পাঁচ)টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত হয়েছে।

ক্রমিক	উদ্ভাবন	মন্তব্য
০১	উদ্ভাবক: জনাব শেখ রাসেল হাসান, জেলা প্রশাসক, সিলেট উদ্যোগ: Smart Bangladesh Corner	১ম
০২	উদ্ভাবক: জনাব মোঃ জাকির হোসেন খান, পিপিএম সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ, সিলেট উদ্যোগ: Towed Vehicles Management System	২য়
০৩	উদ্ভাবক: ড. উর্মি বিনতে সালাম, জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার উদ্যোগ: "সবার জন্য পাইথন" নামক প্রোগ্রামিং প্রশিক্ষণ	৩য়
০৪	উদ্ভাবক: জনাব মোহাম্মদ রাশেদ ইকবাল চৌধুরী, জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ উদ্যোগ: Sunamganj Travel App	৪র্থ
০৫	উদ্ভাবক: জনাব দেবী চন্দ, জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ উদ্যোগ: প্রবাসী কল্যাণ ডাটাবেইজ	৫ম

এমতাবস্থায়, ০৯ ও ১০ মে, ২০২৪ তারিখ অনুষ্ঠিত সিলেট বিভাগীয় ইনোভেশন শোকেসিং/উদ্ভবানী মেলায় নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ ০৫ (পাঁচ)টি উদ্ভাবন বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধ সংযুক্ত ছক মোতাবেক মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

২০-৫-২০২৪
আবু আহমদ ছিদ্দীকী, এনডিসি
বিভাগীয় কমিশনার
ফোন: ০২৯৯৬৬৪৩২৬৬
ইমেইল: divcomsylhet@mopa.gov.bd

সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৬.০০০০.০১১.৩৬.০০১.২৪.১১১/১(২)

তারিখ: ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
০undefined undefined
undefinedundefinedundefinedund

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) সিনিয়র সহকারী সচিব, সিপি-৩ শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২) উপসচিব, প্রশাসন-৪ শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

২০-৫-২০২৪
আবু আহমদ ছিদ্দীকী, এনডিসি
বিভাগীয় কমিশনার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট
আইসিটি সেল

বিভাগীয় পর্যায়ে ইনোভেশন শোকেসিং আয়োজন ও উদ্ভাবন বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধ প্রেরণ

১. উদ্ভাবক: জনাব শেখ রাসেল হাসান, জেলা প্রশাসক, সিলেট

উদ্যোগ: Smart Bangladesh Corner

ভূমিকা	বর্ণনা	মন্তব্য
প্রেক্ষাপট	"আমরা আগামী ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলব। আর সেই বাংলাদেশ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ'- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এম.পি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী ও দূরদর্শী নেতৃত্বে অদম্য গতিতে আমরা যাত্রা শুরু করেছি ২০৪১ সালের দিকে; সুখী-সমৃদ্ধ-উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশের পথে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যুগোপযোগী দিক নির্দেশনায় ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ এক বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে আর তাই আমাদের অর্জনের গৌরব মুকুটে যুক্ত হয়েছে আরো একটি পালক। বিশ্ববাসী অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ও মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরের মর্যাদাসহ এক নতুন বাংলাদেশের পরিচয়। সেই অর্জনের মাধ্যমে দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে কল্পনার রঙ্গিন স্কেচে আমরা তৈরি করতে চাই আমাদের 'স্মার্ট বাংলাদেশ'।	১ম
উদ্ভাবন কার্যক্রমের সচিত্র তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ	২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ এবং ৪র্থ শিল্প বিপ্লব আমাদেরকে যে আশার আলো দেখাচ্ছে সেই আলো আজকের স্বপ্নাতুর তরুণ ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে আমরা স্থাপন করেছি তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর 'স্মার্ট বাংলাদেশ কর্নার'। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী, সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এই 'স্মার্ট বাংলাদেশ কর্নার' এর শুভ উদ্বোধন করেন। সিলেট জেলার সর্বস্তরের শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষকে অবহিত, উদ্বুদ্ধ ও দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর করার উদ্দেশ্যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ কর্নার' এ প্রদর্শন করা হয়েছে অত্যাধুনিক সব প্রযুক্তি। এখানে রয়েছে রোবট, ভার্চুয়াল রিয়্যালিটি, ভার্চুয়াল এসিস্ট্যান্ট, থ্রি-ডি প্রিন্টার, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন ড্রোন, ন্যানো ডিভাইস, ফাইভ জি প্রযুক্তি, অটোমেশন এবং বিগ ডাটা ও ব্লক চেইন এর ব্যবহার এবং এ সম্পর্কিত ধারণা অর্জনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ। বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সচিত্র শোকেসিং এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রেক্ষিতে যে পরিবর্তন ঘটবে সেগুলোর সচিত্র আয়োজনের মাধ্যমে কর্নারটি সাজানো হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি 'স্মার্ট বাংলাদেশ কর্নার' এর মাধ্যমে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' এর চার (৪) টি স্তম্ভ- স্মার্ট নাগরিক (Smart Citizen), স্মার্ট সমাজ (Smart Society), স্মার্ট অর্থনীতি (Smart Economy) এবং স্মার্ট সরকার (Smart Government) সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ মানুষকে বাস্তবিক অর্থে অবহিতকরণসহ উদ্বুদ্ধকরণ সম্ভব হবে এবং একই সঙ্গে ৪র্থ শিল্প বিপ্লব সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ মানুষের ধারণা আরো সমৃদ্ধ হবে। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে 'স্মার্ট বাংলাদেশ কর্নার' এ নতুন নতুন প্রযুক্তি ও শিক্ষা সামগ্রী যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। 'স্মার্ট বাংলাদেশ কর্নার' এর তত্ত্বাবধানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে গঠন করা হবে 'স্মার্ট বাংলাদেশ ক্লাব'। ইতোমধ্যে প্রতিটি উপজেলায় ০১টি করে মোট ১৩টি এবং মহানগরীর ০৪টি স্কুলে 'স্মার্ট বাংলাদেশ ক্লাব' গঠন করা হয়েছে। এই ক্লাবের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ কর্নারের সঙ্গে নিয়মিত সমন্বয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠচক্র, কুইজ, কর্মশালা, সভা, প্রশিক্ষণ, উদ্ভাবন ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক ছাত্রছাত্রীদেরকে ৪র্থ শিল্প বিপ্লব ও স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য যোগ্য করে তোলা হবে।	

জনকল্যানে উদ্ভাবন কার্যক্রমের প্রভাব	'স্মার্ট' বাংলাদেশ কর্নার' পরিদর্শনের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ মানুষ নিম্নোল্লিখিত বিষয়সমূহের বাস্তব জ্ঞানার্জন করতে পারবে- ১. ৪র্থ শিল্প বিপ্লব ও স্মার্ট বাংলাদেশ সম্পর্কে বাস্তবিক জ্ঞান অর্জনে অর্থ ও সময় সাশ্রয় হবে এবং মিলবে উদ্ভাবনী কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুযোগ ২. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence) কিভাবে কাজ করে ৩. থ্রি-ডি প্রিন্টারের মাধ্যমে থ্রি-ডি মডেলের যে কোন কিছু প্রিন্ট করে দেখানো হচ্ছে যার মাধ্যমে নিজ হাতে থ্রি-ডি/ফোর-ডি প্রিন্টিং (৩D/৪D Printing) এর কলাকৌশল শিখে নিতে পারবে ৪. ভার্চুয়াল ও অগমেন্টেড রিয়্যালিটির (Virtual & Augmented Reality) মাধ্যমে কল্পনার বিস্তৃত জগৎ সম্পর্কে জানতে পারবে ৫. স্মার্ট হোম অটোমেশন (Smart Home Automation) এর অনন্য সব আয়োজন ৬. ভার্চুয়াল এসিস্ট্যান্ট (Virtual Assistant) এর মাধ্যমে নানামুখী ব্যবহার ৭. ফাইভ জি (৫G) প্রযুক্তির মাধ্যমে পাবে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা এবং মানুষ ও প্রযুক্তির স্বয়ংক্রিয় মেলবন্ধন (Human Tech Integration) ৮. দৈনন্দিন জীবন ও শিল্পখাতে রোবটিক্সের (Robotics) বাস্তবধর্মী প্রয়োগ ৯. ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকাজসহ ড্রোনের (AI Based Drone) নানামুখী ব্যবহার ১০. ন্যানো ডিভাইস ব্যবহার করে জানতে পারবে (Nano Device) ন্যানো টেকনোলজির (Nano Technology) দুনিয়া; ভিডিও ও বিভিন্ন ধরণের কন্টেন্ট দেখতে পারবে ওয়্যারলেস ন্যানো প্রোজেক্টর ব্যবহার করে ১১. আধুনিক সমস্যা সমাধানে বিগ ডাটা (Big Data) ও ব্লক চেইন (Block Chain) এর ব্যবহার ১২. স্মার্ট বাংলাদেশের ৪টি স্তম্ভ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা অর্জন করতে পারবে	
ভবিষ্যৎ করণীয়/ প্রস্তাব	১. স্মার্ট কর্নারকে স্মার্ট সেন্টারে রূপান্তর করা ২. স্মার্ট বাংলাদেশ কর্নারে নতুন নতুন প্রযুক্তি ও শিক্ষা উপকরণ সংযুক্ত করা ৩. সিলেট জেলার প্রতিটি স্কুলে স্মার্ট বাংলাদেশ ক্লাব গঠন করা যাতে ছাত্রছাত্রীরা ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের বিভিন্ন প্রযুক্তি সম্পর্কে স্বয়ংসম্পূর্ণ ধারণ পেতে পারে এবং ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে এগিয়ে যেতে পারে ৪. আগ্রহী শিক্ষার্থীদের Robotics/AI/IoT/Big Data/Block Chain ইত্যাদি সহ সকল প্রকার নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা ৫. শিক্ষার্থীদের বাস্তব জ্ঞান প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে নতুন নতুন প্রযুক্তি ও ডিভাইস উদ্ভাবন করা এবং পেটেন্ট রেজিস্ট্রেশনে সহায়তা করা ৬. 'পথে পথে স্মার্ট বাংলাদেশের গল্প' নামে ভ্রাম্যমাণ 'স্মার্ট বাংলাদেশ ভেহিকল' চালু করা। যার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্মার্ট বাংলাদেশের ধারণা ছড়িয়ে দেওয়া ৭. ৪র্থ শিল্প বিপ্লব ও স্মার্ট বাংলাদেশের সম্ভাবনা ও প্রস্তুতি নিয়ে কর্মশালা/মতবিনিময় সভা আয়োজন করা ৮. ৪র্থ শিল্প বিপ্লব ও স্মার্ট বাংলাদেশের সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা ৯. নলেজ শেয়ারিং এর জন্য অনলাইন কুইজ, সেমিনার ও স্মার্ট বাংলাদেশ সংক্রান্ত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা ১০. পডকাস্টের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশের ধারণা নেটিজেনদের কাছে তুলে ধরা ১১. 'স্মার্ট বাংলাদেশ কর্নার' এর সিলেট মডেলকে প্রতিষ্ঠিত করা ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া ১২. সরকার প্রদত্ত প্রাপ্ত নির্দেশনা মোতাবেক কার্যাবলী সম্পাদন করা	
উপসংহার	৪র্থ শিল্প বিপ্লব (৮th Industrial Revolution) আমাদেরকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সেই সঙ্গে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড (Demographic Dividend)- কে কেন্দ্র করে অপার	

	সম্ভাবনার দুয়ার খুলেছে লাল সবুজের বাংলাদেশে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী চিন্তা আর নির্দেশনায় দেশে 'স্মার্ট' বাংলাদেশ' বিনির্মাণের যে পথযাত্রা শুরু হয়েছে তারই অংশ হিসেবে জেলা প্রশাসন, সিলেট গ্রহণ করেছে এক বাস্তবধর্মী উদ্যোগ। স্থানীয় অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত এই 'স্মার্ট বাংলাদেশ কর্নার' সিলেটের মানুষের কাছে উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে সাড়া ফেলেছে। উদ্বোধনের পর পর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী, সিলেট জেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি ও সাধারণ মানুষসহ অসংখ্য দর্শনার্থী 'স্মার্ট বাংলাদেশ কর্নার' পরিদর্শন করেছেন এবং স্মার্ট বাংলাদেশ ও ৪র্থ শিল্প বিপ্লব সম্পর্কিত তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞানার্জন করেছেন। এছাড়া, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আগত সেবাগ্রহীতা প্রতিনিয়ত এ 'স্মার্ট বাংলাদেশ কর্নার' পরিদর্শন করছেন।	
গ্রন্থপুঞ্জি রেফারেন্স	প্রযোজ্য নয়।	

২. উদ্ভাবক: জনাব মোঃ জাকির হোসেন খান, পিপিএম, সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ, সিলেট

উদ্যোগ: Towed Vehicles Management System

ভূমিকা	বর্ণনা	মন্তব্য
প্রেক্ষাপট	ট্রাফিক বিভাগ কর্তৃক কাগজপত্র বিহীন গাড়ী আটক করে ডাম্পিং ইয়ার্ডে প্রেরণ এবং পরবর্তীতে বৈধ কাগজপত্র প্রদর্শন এবং সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ অনুসরণ করে ডাম্পিং ইয়ার্ড হতে অবমুক্তির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ এর ট্রাফিক বিভাগ কর্তৃক Towed Vehicles Management System চালু করা হয়, যা বাংলাদেশ পুলিশে সর্বপ্রথম গাড়ী আটক ও অবমুক্তির ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়া।	২য়
উদ্ভাবন কার্যক্রমের সচিত্র তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ	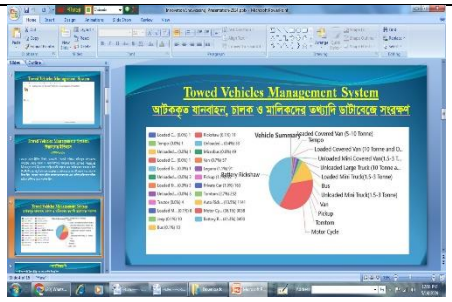 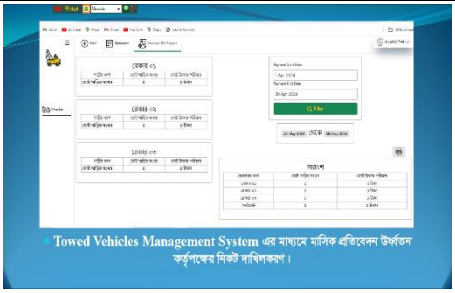	
জনকল্যানে উদ্ভাবন কার্যক্রমের প্রভাব	পূর্বে যানবাহন সংক্রান্ত যে কোন ধরনের তথ্যাদি প্রেরণ সময় সাপেক্ষ বিষয় ছিল। কাজের ক্ষেত্রে অধিক জনবল প্রয়োজন হত এবং মাসিক প্রতিবেদন দাখিল প্রক্রিয়া জটিল ও সময় সাপেক্ষ ছিল। উক্ত সফটওয়্যার উদ্ভাবনের ফলে স্বল্প সময়েই যানবাহনের সকল তথ্যাদি এবং প্রসিকিউশন কার্যক্রম সম্পাদন করা যায় ফলে আটককৃত যানবাহন অবমুক্তি কার্যক্রম সহজতর হয়েছে।	
ভবিষ্যৎ করণীয়/প্রস্তাব	ভবিষ্যতে উক্ত সফটওয়্যারটি মোবাইল এ্যাপসে রূপান্তর করা হলে ঘরে বসেই যানবাহনের অবস্থান, আটকের বিবরণ ও জরিমানার পরিমাণ জানতে পারবেন। ফলে মোবাইলের মাধ্যমে জরিমানা পরিশোধ ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস দাখিল করার মাধ্যমে আটককৃত যানবাহন সহজেই স্বল্প সময়ে অবমুক্ত করতে পারবনে।	
উপসংহার	Towed Vehicles Management System সফটওয়্যারটি সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ, ট্রাফিক বিভাগের ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় যুগোপযোগী এবং অনন্য একটি উদ্ভাবন। ফলে যানবাহন আটক ও অবমুক্তির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে।	
গ্রন্থপুঞ্জি/রেফারেন্স	Towed Vehicles Management System	

৩. উদ্ভাবক: ড. উর্মি বিনতে সালাম, জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার

উদ্যোগ: "সবার জন্য পাইথন" নামক প্রোগ্রামিং প্রশিক্ষণ

ভূমিকা	বর্ণনা	মন্তব্য
প্রেক্ষাপট	চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বর্তমান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রোগ্রামিং শেখা শুরু করার জন্য ১৯৯১ সালে প্রথম প্রকাশিত পাইথন নামক প্রোগ্রামিং ভাষাটি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ এর চারটি স্তম্ভের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হচ্ছে স্মার্ট সিটিজেন । স্মার্ট সিটিজেন তথা স্মার্ট বাংলাদেশ বির্নিমাণের অংশ হিসেবে মৌলভীবাজার জেলার শিক্ষার্থীদেরকে প্রযুক্তিতে আগ্রহী ও দক্ষ করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এবং শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াসে ড. উর্মি বিনতে সালাম, জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার ২০২৩ সালের ৪ জুন দি ফ্লাওয়ার্স কেজি এন্ড হাইস্কুল এর শেখ রাসেল ল্যাবে প্রথম প্রোগ্রামিং ক্লাব উদ্বোধন করে "সবার জন্য পাইথন" শীর্ষক প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।	৩য়
উদ্ভাবন কার্যক্রমের সচিত্র তথ্য ভিত্তিক বিশ্লেষণ	"সবার জন্য পাইথন" শীর্ষক কার্যক্রমকে সফলভাবে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে প্রথমে মৌলভীবাজার জেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সঙ্গে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয় । এই সভায় শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবে ওয়াইফাই সংযোগ স্থাপনসহ অচল ল্যাপটপসমূহকে ট্রাবলস্যুটিং এর মাধ্যমে সচল করার দিক নির্দেশনা দেওয়া হয় । দি ফ্লাওয়ার্স কেজি এন্ড হাইস্কুল এর প্রোগ্রামিং ক্লাবে শুরু হয় ১ম ব্যাচে ৩০ জন শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে "সবার জন্য পাইথন" শীর্ষক প্রোগ্রামিং কার্যক্রম। তন্মেধ্যে ১৮ জন শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষক হিসেবে বাছাই করে ক্রমান্বয়ে মৌলভীবাজার জেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তিকরণের কার্যক্রম শুরু হয়। ৪ জুন ২০২৩, প্রোগ্রামিং ক্লাব উদ্বোধন ও ৩০ জন শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ, ১৮ জন শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষক হিসেবে বাছাইকরণ। ২৪ জুন ২০২৩, ৩০ জন শিক্ষকবৃন্দকে প্রশিক্ষণ ৮ জুলাই ২০২৩, ৩০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণের ছিল প্রথম ব্যাচের শেষ সেশন ১৫ জুলাই ২০২৩, ৩০ জন শিক্ষার্থীকে এবং ২৪ জন শিক্ষক-কে ২য় ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ৩০ জুলাই ২০২৩, ২৪ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এভাবে ধারাবাহিকভাবে ৭টি ব্যাচে মোট ১৪০ জন শিক্ষককে পাইথন প্রোগ্রামিং প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণির ৩০ জন করে শিক্ষার্থীদের "সবার জন্য পাইথন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	
জনকল্যানে উদ্ভাবন কার্যক্রমের প্রভাব	"সবার জন্য পাইথন" শীর্ষক প্রোগ্রামিং এর অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সর্বমোট ১৪০ জন শিক্ষক ও ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে মৌলভীবাজার জেলার প্রায় ৫০০ জন শিক্ষক ও ২০০০০ জন শিক্ষার্থীদের পাইথন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যার প্রভাবে মৌলভীবাজার জেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে দক্ষ, বিশ্লেষণধর্মী এক ঝাঁক শিক্ষার্থী তৈরি হচ্ছে যারা আগামী দিনের স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। অধিকন্তু, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেতে আগত শিক্ষকবৃন্দকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ শিক্ষক ও সৃষ্টি হচ্ছে এই কার্যক্রমের প্রভাবে।	

ভবিষ্যৎ করণীয়/প্রস্তাব	জেলা প্রশাসন, মৌলভীবাজারের লক্ষ্য “সবার জন্য পাইথন” শীর্ষক কার্যক্রমের আওতায় পর্যায়ক্রমে জেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শতভাগ শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দকে প্রোগ্রামিং প্রশিক্ষণের আওতায় আনয়ন।	
উপসংহার	স্মার্ট, দক্ষ, যুক্তিতর্ক বিশ্লেষণে পারদর্শী নাগরিকের হাত ধরেই স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্ভব। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই লক্ষ্য অর্জনে ড. উর্মি বিনতে সালাম, জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজারের “সবার জন্য পাইথন” প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নিঃসন্দেহে একটি অনুসরণীয় উদ্যোগ।	
গ্রন্থপুঞ্জি রেফারেন্স	প্রযোজ্য নয়।	

৪. উদ্ভাবক: জনাব মোহাম্মদ রাশেদ ইকবাল চৌধুরী, জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ

উদ্যোগ: Sunamganj Travel App

ভূমিকা	বর্ণনা		মন্তব্য
প্রেক্ষাপট	রামসার সাইট নামে খ্যাত সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর, ধর্মপাশা, মধ্যনগর ও জামালগঞ্জ উপজেলা নিয়ে বিস্তৃত টাঙ্গুয়ার হাওর। বর্ষায় এর অপরূপ সৌন্দর্য অবলোকন করার জন্য দেশ বিদেশের প্রচুর দর্শনার্থী আসেন। টাঙ্গুয়ার হাওরের একদিকে রয়েছে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের সুবিশাল পাহাড়। যার ফলে ভ্রমণকারীরা একসাথে হাওর ও পাহাড়ের সম্মিলন দেখতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশের মধ্যে যে কয়টি বিখ্যাত পর্যটন স্পট আছে তার মধ্যে টাঙ্গুয়ার হাওর অন্যতম। হাওরবেষ্ঠিত হওয়ায় টাঙ্গুয়া ভ্রমণ করতে হলে নৌকা, লঞ্চ, স্টীমার ইত্যাদির প্রয়োজন। এসব বিচেনায় ও ভ্রমণকারীগণকে নির্বিঘ্নে ও আরামদায়ক ভ্রমণ নিশ্চিত করতে বর্তমানে ট্যুর অপারেটরগুলো অত্যাধুনিক হাউজবোট নিয়ে টাঙ্গায়া হাওরে চলাচল করছে। কিন্তু বর্তমানে হাউজবোটগুলির চলাচলের উপর সরকার তথা জেলা প্রশাসনের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ নেই। চলাচলকারী হাউজ বোটের সংখ্যা, মালিকের নাম-ঠিকানা কিংবা পর্যটকবাহী বোটের ফিটনেস সম্পর্কিত তথ্য জেলা বা উপজেলা প্রশাসনের কাছে নেই। ফিটনেস মনিটরিং না থাকায় অগ্নিকান্ডসহ নৌযান ডুবির ঘটনা ঘটছে। কতৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই হাউজবোটের ব্যবসা পরিচালনা হচ্ছে। হাউজবোট ভাড়া ও বিভিন্ন সেবার অসহনীয় মূল্য প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও বোট মালিকদের মধ্যে সমন্বয় নেই। হাউজবোটের রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স নবায়ন ও ভ্যাট বাবদ প্রাপ্য রাজস্ব হতে সরকার বঞ্চিত হচ্ছে। হাওরসহ সংলগ্ন পর্যটন স্পটসমূহের পরিবেশ দূষণ। বোট মালিক, কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্টদের পর্যটন সংক্রান্ত জ্ঞান এবং প্রশিক্ষণের অভাব, সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের অভাব। পর্যটকদের নিরাপত্তা তদারকির কোন সঠিক ব্যবস্থাপনা নাই। জরুরী প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাব ইত্যাদি বিবেচনা করে জেলা প্রশাসন, সুনামগঞ্জ কর্তৃক **SUNAMGANJ TRAVEL APP** অ্যাপটি তৈরী করা হয়।		৪র্থ
উদ্ভাবন কার্যক্রমের সচিত্র তথ্য ভিত্তিক বিশ্লেষণ			

	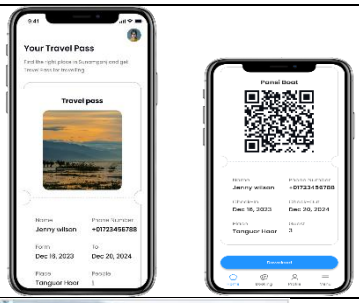	
	সুনামগঞ্জের হাউজবোট-ভিত্তিক পর্যটনের স্মার্ট ব্যবস্থাপনা । টাঙ্গুয়ার হাওরসহ পর্যটন স্পটসমূহের পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র রক্ষা। হাওরে চলাচলকারি সকল হাউজবোট কে একটি অনলাইন প্লাটফর্মে এনে তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ । পর্যটকদের জন্য নিরাপদ ও আনন্দঘন ভ্রমণ নিশ্চিত করা । সুনামগঞ্জের পর্যটনকে দেশব্যাপি তুলে ধরা । হাউজবোট ট্যুরিজমকে অনলাইন পেমেন্ট সুবিধার আওতায় আনা। প্রথমে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে ট্রাভেল পাস নিতে হবে, এতে ১০০ টাকা চার্জ নেয়া হবে যেটার ৩০% অ্যাপটির আপডেট, প্রমোশন ও হোস্টিং এর কাজে ব্যবহৃত হবে। বাকি ৭০% টাঙ্গুয়ার হাওরের পরিবেশ ও প্রতিবেশ উন্নয়নে ব্যবহৃত হবে। এরপর ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করে পছন্দমত হাউজবোট বুকিং দিয়ে বুকিং পাস নিতে হবে। মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস এবং কার্ডের মাধ্যমে পেমেন্ট করা যাবে।	
জনকল্যানে উদ্ভাবন কার্যক্রমের প্রভাব	**SUNAMGANJ TRAVEL APP** অ্যাপটি তৈরীর ফলে হাউজবোট ভিত্তিক পর্যটন কে শৃঙ্খলায় আনায় সম্ভব হবে। সরকার তথা জেলা প্রশাসনের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। পর্যটকদের জন্য নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা উন্নত হয়েছে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং জীব বৈচিত্রের সংরক্ষণ হবে। তাছাড়া পর্যটকদের কাঙ্ক্ষিত সুবিধাসমূহের উন্নতি হবে এবং পর্যটন পরিষেবা প্রদানকারীদের পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন হবে। সুনামগঞ্জে পর্যটন খাতের আয় , কর্মসংস্থান ও সরকারের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি হবে এবং সুনামগঞ্জ একটি আকর্ষণীয় পর্যটন গন্তব্য হিসেবে পরিচিতি পাবে।	
ভবিষ্যৎ করণীয়/প্রস্তাব	**SUNAMGANJ TRAVEL APP** অ্যাপটিতে আরো নতুন নতুন ফিচার যুক্ত করা হবে। পর্যটকবাহী নৌকাসমূহে জিপিএস সিস্টেম চালু করা হবে যাতে করে জেলায় বসে নৌকাসমূহের অবস্থান ট্র্যাক করা যায়। তাছাড়া অনলাইন পেমেন্টের ক্ষেত্রে তফসিলীভূক্ত ব্যাংকসমূহকে অ্যাপটির সাথে যুক্ত করা হবে।	
উপসংহার	পরিশেষে বলা যায়, জেলা প্রশাসন, সুনামগঞ্জ কর্তৃক **SUNAMGANJ TRAVEL APP** অ্যাপটি সুনামগঞ্জ জেলার টাঙ্গুয়ার হাওরে ভ্রমণকারীদের জন্য সার্বিক নিরপত্তা, হেসেলফ্রি লেনদেন, ঘরে বসে কাঙ্খিত হাউজবোট বুকিংসহ নানাবিধ সুবিধা পাবে যা টাঙ্গুয়ার হাওরে অধিক সংখ্যক পর্যটককে এ জেলায় ভ্রমণে উৎসাহিত করবে।	
গ্রন্থপুঞ্জি রেফারেন্স	প্রযোজ্য নয়	

৫. উদ্ভাবক: জনাব দেবী চন্দ, জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ

উদ্যোগ: প্রবাসী কল্যাণ ডাটাবেইজ

ভূমিকা	বর্ণনা	মন্তব্য

প্রেক্ষাপট	“প্রবাসে হবিগঞ্জ ডট কম” দেশের প্রথম প্রবাসী কল্যাণ ডেটাবেইজ। হবিগঞ্জ জেলার যে সকল সম্মানিত প্রবাসীবৃন্দ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে বসবাস করছেন তাদের সমস্যা সরকারি সংস্থার নজরে আনার জন্য অদ্যাবধি কোনো সরকারি প্লাটফর্ম নেই। তাদের জন্যই আমাদের “প্রবাসে হবিগঞ্জ ডট কম’’।	৫ম
উদ্ভাবন কার্যক্রমের সচিত্র তথ্য ভিত্তিক বিশ্লেষণ		
কার্যপরিধিঃ	“প্রবাসে হবিগঞ্জ ডট কম” ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ওয়ার্ড পর্যন্ত প্রবাসীদের সাথে যুক্ত হওয়া সম্ভব। এই ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে প্রবাসীরা সরাসরি জেলা প্রশাসনের সাথে ২৪ ঘণ্টা যুক্ত থাকতে পারবেন। অনেক সময় প্রবাসীদের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে বিদেশে তাদের যেকোনো সমস্যা, অভিযোগের কথা দূতাবাসে গিয়ে জানানো সম্ভব হয় না সেক্ষেত্রে এই পোর্টালের মাধ্যমে তারা সহজেই জেলা প্রশাসনকে অবহিত করতে পারবেন। দেশে প্রবাসীদের আত্মীয়, পরিবার পরিজনের সকল সমস্যা জানাতে পারবেন। দেশের উন্নয়নে শামিল হওয়া, প্রবাসীদের জন্য সরকারের নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগ সম্পর্কে অবহিত করার জন্য এই প্লাটফর্ম কাজ করবে। এই প্লাটফর্ম প্রবাসীদের গণতান্ত্রিক অধিকার দিচ্ছে, তারা তাদের স্বাধীন মতামত জানাতে পারবেন। বর্তমান সরকারের “সর্বজনীন পেনশন স্কিম” এর “প্রবাসী স্কিম” সম্পর্কে তথ্য নিয়ে পেনশনের আওতায় আসতে পারবেন।	
সীমাবদ্ধতাঃ	এই পোর্টালে রেজিস্ট্রিকৃত ব্যক্তি দেশে নাকি বিদেশে তা নিরূপণ করা যায় না। দুর্বল ডেটাবেইজ সিকিউরিটির কারণে তথ্য চুরি হওয়ার আশংকা রয়েছে। বর্তমানে প্রবাসী কল্যাণ শাখার সেবা সমূহ সরাসরি এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব হচ্ছে না। ডেটাবেইজ এর তথ্য যাচাই বাছাই করা সম্ভব নয়।	

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ	১। প্রবাসে হবিগঞ্জ ওয়েবসাইটটির নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য বিশেষজ্ঞের সাথে যোগাযোগ করে ওয়েবসাইটটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার কাজ চলমান রয়েছে। ২। ইউজার ইন্টারফেজ হালনাগাদ করার মাধ্যমে ওয়েবসাইটটি সকলের ব্যবহার উপযোগী করার কাজ চলমান রয়েছে। ৩। ইউজার ম্যানুয়েলের ভিডিও তৈরি করে, সহজে কিভাবে এই ওয়েবসাইটটির মাধ্যমে সর্বোচ্চ সুবিধা পাওয়া যাবে যে বিষয়ে প্রবাসীদের অবগত করা হচ্ছে। ৪। ওয়েবসাইটটির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার সেবা গ্রহণের ভিডিও তৈরি করে প্রচারণা চালানো হচ্ছে। ৫। প্রবাসী কল্যাণ শাখা, স্থানীয় সরকার শাখা এবং আইসিটি শাখার মধ্য সমন্বয় সাধন করে ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ৬।ওয়েবসাইটটির উপযোগিতা সম্পর্কে হবিগঞ্জে ব্যাপক প্রচারণা চালানোর মাধ্যমে প্রবাসীদের মধ্যে এ ওয়েবসাইটটির বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ৬। স্থানীয় সরকার শাখার সাথে সমন্বয় বৃদ্ধি করে ইউজার ভেরিফিকেশন শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে প্রকৃত প্রবাসীদের সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। ৭। প্রবাসীরা যাতে সহজে প্রবাসীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় সংস্থার সাথে তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে যোগাযোগ করতে পারে সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ওয়েবসাইটটিতে সংযোজন করা হচ্ছে। ৮। সরকারের নানা ধরনের সেবা সহজলভ্য করার জন্য ওয়েবসাইটটিকে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।	
উপসংহার	এখনই সময় আমাদের প্রবাসী কর্মীদের প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার ও তাদেরকে তাদের প্রাপ্য সম্মান দেওয়ার। কারণ, তারা নীরব চালিকাশক্তি হিসেবে আমাদের দেশকে গড়ে তুলছেন। প্রবাসে হবিগঞ্জ ডট কম ওয়েবসাইটের মাধ্যমে হবিগঞ্জের সম্মানিত প্রবাসীদের সকল প্রকার তথ্য ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করা আমাদের কর্তব্য।	